কর্মজীবী নারী
KARMOJIBI NARI

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
তারিখ: ১৮/১২/২০১৯

দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি অভিবাসীশ্রমিকের জীবনমানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে

-শিরীন আখতার, এমপি

'আমরা বিদেশে যেতে চাই তবে আমাদের নিরাপত্তা ও জীবনমানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে '-এই দাবিটি করেছিল অভিবাসী নারীশ্রমিকেরা 'কর্মজীবী নারী' আয়োজিত আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে। আজ ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ০১:৩০ টা পর্যন্ত জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে **'বাংলাদেশের** অভিবাসীশ্রমিকের অবস্থা: আইন ও বাস্তবায়ন' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। কর্মজীবী নারী'র নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া রফিকের সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি উম্মে হাসান ঝলমল এর সঞ্চালনায় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সভাপতি **ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ**, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেনী-০১ আসনের সংসদসদস্য ও কর্মজীবী নারী'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি **শিরীন আখতার, এমপি** এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়ারবি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর সভাপতি সৈয়দ সাইফুল হক। এছাড়া সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন: বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট (এটর্নি) ড. উত্তম কুমার দাস, ডেভকম এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসান ইমাম ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর সারওয়াত বিন্‌তে ইসলাম। সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কর্মজীবী নারী'র পরিচালক রাহেলা রব্বানী।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে শিরীন আখতার এমপি বলেন, অবশ্যই আমাদের নারীরা বিদেশে যাবে তবে তাদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় উভয় দেশেরই দায়িত্ব থাকবে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান মেনে চলার। সেই সাথে কম সুদে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে তাদের জন্য দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আবাসনের সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। আবার দেখা যায় অভিবাসীর উপার্জিত কষ্টের পাঠানো টাকায় সন্তানেরা মাদকাসক্ত ও অন্যান্য খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে অভিভাবক না থাকার কারণে। সেইদিকেও খেয়াল রাখতে হবে এবং পরিবারগুলির মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তিনি আরও বলেন, অনিরাপদ অভিবাসন প্রতিরোধে বিমানবন্দরে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে তবে মনিটরিংয়ের নামে কাউকে হয়রানি করা যাবে না। সম্মানিত আলোচকেরা বলেন, বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসগুলির লেবার উইংগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে। 'মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২' ও 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' দুইটি আইনের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তার বক্তব্যে অদক্ষ শ্রমিক বিদেশে না পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমিক করে পাঠানোর উপর জোর দেন। সেইসাথে বলেন, যেহেতু গৃহ কাজে যুক্ত অভিবাসী নারীরা বেশি ঝুঁকিতে থাকে তাই কোন নারীকে গৃহশ্রমিক হিসেবে না পাঠিয়ে মর্যাদাপূর্ণ কাজে দক্ষ করে বিদেশে পাঠানোর পক্ষে মত দেন এবং এই বিষয়ে একটি জাতীয় সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। তিনি আরও বলেন, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলিকে আইনের আওতায় আনলে অভিবাসন সংক্রান্ত হয়রানি বন্ধ হবে।

কর্মজীবী নারী'র সুপারিশ:

- **অভিবাসী শ্রমিকের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় প্রণীত আন্তর্জাতিক ঘোষণা–নীতি-সনদ-চুক্তি অনুসরণ করে সকল রাষ্ট্রকে দেশের সাথে বিদ্যমান অভিবাসী শ্রমিক প্রেরণের সকল প্রকার সমঝোতা স্মারক, চুক্তি মেনে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;**
- **আলোচ্য আইন অনুসরণে সরকারিভাবেএকটি প্রক্রিয়া গড়ে তোলা যেন তৃণমূল পর্যায়ে প্রত্যেকে নিরাপদ ও অবাধ অভিবাসন সম্পর্কে সকল তথ্য পেতে পারে;**
- **তথ্য প্রযুক্তির সহজ ও কাঙ্খিত উপায় ব্যবহার করে বিশেষ করে নারীদের জন্য সহজলভ্য উপায়ে নিরাপদ ও অবাধঅভিবাসন বিষয়ে তথ্য জানানো;**
- **উপজেলা পর্যায়ে কার্যকর অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা যাতে করে সম্ভাব্য অভিবাসীশ্রমিক তার চাকুরীর চুক্তিসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যাচাই করতে পারে;**
- **গন্তব্যদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ঐ দেশের শ্রমআইন এবং শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে অভিবাসী নারীশ্রমিকের জন্য ওরিয়েন্টেশন সেশন আয়োজন করবে যাতে তারা সহজে এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে;**
- **গন্তব্যদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস প্রত্যেক অভিবাসীশ্রমিকের বিস্তারিত তথ্যসহ ডাটাবেজ তৈরি করবে এবং তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। একট বিশেষ কেন্দ্র তৈরি হতে পারে তাদের আইনী সহায়তার জন্য;**
- **বাংলাদেশ সরকার একটি দ্বিপক্ষিক চুক্তিতে যেতে পারে যাতে করে নিয়োগকর্তা অবশ্যই অভিবাসীশ্রমিকের জন্য একটি ওরিয়েন্টেশন এর ব্যবস্থা করবে যেখানে গন্তব্য দেশের শ্রমআইন ও শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে বিশদভাবে জানাবে;**
- **বাংলাদেশের যে সকল রিক্রুটিং এজেন্ট মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি–প্রলোভন দিয়ে নারীশ্রমিকদের প্রেরণ করেছেন তাদের লাইসেন্স বাতিলসহ তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে;**
- **সকল মধ্যসত্বভোগীকে জবাবদিহিতার/নজরদারির আওতায় আনতে আইনের পরিমার্জন করে তাদের আইনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;**
- **মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেটে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত করতে কার্যকর পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে;**

রোকেয়া রফিক, নির্বাহী পরিচালক, কর্মজীবী নারী

Green Avenue Park, House-01, Apt. B-8, Road-03, Block-A, Section-06, Mirpur, Dhaka-1216, Tel: 02-58051545 E-mail: karmojibin91@gmail.com